দৈনিক বাংলা 234

তারিখ 14/8/78
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

চাকরিঃ শর্তের বিড়ম্বনা

চাকরি পাওয়া নিয়ে ঝামেলার আর শেষ নেই। চাকরির বিজ্ঞপ্তির সাথে বিভিন্ন রকম শর্ত থাকে। এর মধ্যে প্রধান শর্ত হচ্ছে অভিজ্ঞতা। পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে চাকরির জন্য দরখাস্ত করা প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তবে ব্যাপারটা হয়তো অত কঠিন নয়। প্রার্থিত অভিজ্ঞতা না থাকলেও আত্মীয়-স্বজনের সুবাদে অনেকের চাকরি হয়। আত্মীয়-স্বজন না থাকলে চাকরির জন্য দরখাস্তের প্রশ্নই ওঠে না। এ ধরনের পরিস্থিতি শুধু বেসরকারী চাকরিতে নয়, সরকারী চাকরিতেও অভিজ্ঞতার শর্ত দেয়া নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

তবে চাকরিপ্রার্থীদের দুর্গতির এখানেই শেষ নয়। এই অভিজ্ঞতার পরেও রয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রশ্ন। চাকরি পেতে হলে শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য নেই। কিন্তু এখানে প্রশ্নটি দেখা দেয় ভিন্নভাবে। লিখে দেয়া হয় শুধুমাত্র বিএ, এমএ পাস হলেই হবে না, অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিএ কিংবা এমএ পাস হতে হবে। এ ধরনের শর্ত দেয়া হলেই আবার প্রশ্ন ওঠে যারা দ্বিতীয় শ্রেণী পায়নি তাদের কি হবে?

ধরে নেয়া যাক, প্রথম শ্রেণী বা দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে মেধা বিচারের মাপকাঠি। কিন্তু আজকে যে পরীক্ষার হাল চলেছে তাতে কি শুধু এই প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণী দেখেই মেধার বিচার করা যায়? বিশেষ করে বিএ বা বিএসসি (পাস) ডিগ্রী পাওয়াও এখন এক অসম্ভব ব্যাপার। তৃতীয় শ্রেণীতে বিএ, বিএসসি পাস করাটাই অনেকে একটা সৌভাগ্য বলে মনে করে। আর যারা পাস কোর্সে বিএ বা বিএসসি পড়ে বা পাস করে, তাদের মধ্যে অনেকেই গ্রামের নিঃসহায় ছাত্র। অনেক কষ্ট সহ্য করে মফস্বলের কলেজ থেকে কোনমতে একটা ডিগ্রীর সার্টিফিকেট তারা পায়। তাদের পক্ষে পরীক্ষায় ভাল ফল করা সত্যি সত্যিই কষ্টকর। অথচ দেখা যায় ডিগ্রী পরীক্ষায় পাস করেও শুধুমাত্র দ্বিতীয় শ্রেণী না পাওয়ায় তাদের কাছে চাকরির দরজা হয় বন্ধ। পরীক্ষাটা তাদের কাছে মনে হয় একটি অর্থহীন দুঃস্বপ্নের অধ্যায়। তাহলে এই পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ বা তৃতীয় শ্রেণী রাখার লাভ কি? এই সার্টিফিকেট যদি কোন ছাত্রের রুটি-রুজির সহায়ক না হয় তাহলে এ সার্টিফিকেট নিয়েইবা লাভ কি?

কিন্তু প্রশ্ন শুধু একটাই নয়। ভিন্ন প্রশ্নও আছে। ডিগ্রী পরীক্ষাপ প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী থাকলেই যে চাকরি মিলবে তারও তো নিশ্চয়তা নেই। হয়তো এতে চাকরির জন্য দরখাস্ত দেবার অধিকার মিলবে। কিন্তু এর পরেও তো চাকরি পেতে হলে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে। যদি লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেতে হয় তাহলে যারা ডিগ্রীতে দ্বিতীয় বিভাগ পায়নি তাদের পরীক্ষা নিতে আপত্তি কোথায়? দেখা যাক না পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় তারা টিকে থাকে কিনা? না টিকতে পারলে তাদের তো চাকরি দেবার প্রশ্নই উঠবে না।

সুতরাং আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, চাকরির জন্য এ ধরনের শর্ত যেন না দেয়া হয়। সকল প্রার্থীকেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হোক। এবং সে ভিত্তিতেই প্রার্থীদের মেধার বিচার হোক। পূর্ব অভিজ্ঞতার শর্ত জুড়ে দিয়ে চাকরির বাজারে নতুনদের জন্য যে সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে, বিভিন্ন পরীক্ষায় পাসের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর আর দ্বিতীয় শ্রেণীর শর্ত জুড়ে দিয়ে যেন সে সংকটকে আরও তীব্র করা না হয়। আমরা আশা করব, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও চাকরি প্রদানকারী সংস্থা এ প্রশ্নটি একটু ভেবে দেখবেন। আমরাও চাই যে যোগ্যতম প্রার্থী চাকরি পাক। কিন্তু চাকরির পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে বাধা দিয়ে কি লাভ? এ ব্যাপারে সবাইকে সমান সুযোগ দেয়া হোক।